শহীদ ডা. মলিনরে ৩৬তম শাহাদাতবার্ষকীতে ড্যাবরে শ্রদ্ধা নবিদেন ও আলোচনা সভা

লখেক: Dhaka71 | প্রকাশতি: 27 November 2026, 06:14 PM | বভিাগ: রাজনীতি



নব্বইয়রে স্বরৈোচারবরিোধী গণতান্ত্রকি আন্দোলনরে অন্যতম সাহসী যোদ্ধা শহীদ ডা. শামসুল আলম খান মলিনরে ৩৬তম শাহাদাতবার্ষকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতরি প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানয়িছে ডক্টরস অ্যাসোসয়িশেন অব বাংলাদশে (ড্যাব)। এ উপলক্ষে বৃহস্পতবিার (২৭ নভম্বের) সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা মডেকিলে কলজেরে শহীদ ডা. শামসুল আলম খান মলিন চত্বরে তাঁর সমাধতিে পুষ্পস্তবক অর্পণ, এক মনিটি নীরবতা পালন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতথিি হসিবেে উপস্থতি ছলিনে বাংলাদশে জাতীয়তাবাদী দল (বএিনপ)-এর ভারপ্রাপ্ত মহাসচবি অ্যাডভোকটে রুহুল কবরি রজিভী আহমদে। প্রধান বক্তা ছলিনে বএিনপরি জাতীয় স্থায়ী কমটিরি সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষণি বএিনপরি সাবকে সভাপতি আমান উল্লাহ আমান এমপি।

প্রধান অতথিরি বক্তব্যে রুহুল কবরি রজিভী বলনে, শহীদ ডা. শামসুল আলম খান মলিনরে আত্মত্যাগ বাংলাদশেরে গণতান্ত্রকি আন্দোলনরে ইতহিাসে এক অবস্মিরণীয় অধ্যায়। স্বরৈোচারবরিোধী আন্দোলনে তাঁর সাহসী ভূমকিা ও আত্মদান গণতন্ত্রকামী মানুষরে জন্য চরিদনি অনুপ্ররেণা হয়ে থাকবে। গণতন্ত্র, মানুষরে অধকিার ও ভোটাধকিার প্রতষ্ঠিার সংগ্রামে শহীদ মলিনরে আদর্শ ধারণ করে

সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

প্রধান বক্তা আমান উল্লাহ আমান বলেন, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ডা. মিলনের আত্মদান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নতুন গতি দিয়েছিল। তাঁর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক চেতনা ও অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, জেডেআরএফের নির্বাহী পরিচালক ও ড্যাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার। এ ছাড়া নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ডাকসুর সাবেক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ও মহাসচিব ডা. মো. জাহিরুল ইসলাম শাকিলসহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিনিয়র নেতারা অংশ নেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ ডা. শামসুল আলম খান মিলন শুধু একজন চিকিৎসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এক সাহসী প্রতীক। তাঁর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আরও বেগবান হয়েছিল। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ তুলে ধরার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

কর্মসূচিতে শহীদ ডা. মিলনের আত্মত্যাগ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অবদান এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

ড্যাবের দপ্তর সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ডা. এরফান আহমেদ সোহেল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচির তথ্য জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে শহীদ হন চিকিৎসক ডা. শামসুল আলম খান মিলন। তাঁর মৃত্যু তৎকালীন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর আত্মত্যাগ আজও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।